

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ২৩, ২০০৮

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্ৰজ্ঞাপন

তারিখ, ০৫ শ্রাবণ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২০ জুলাই ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২২৪- আইন/২০০৮।- Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O.No. 27 of 1973) এর article 35 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :

প্ৰথম অধ্যায়

প্ৰারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।- (১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা কৃষি ব্যাংকের সকল সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রেষণে নিয়োজিত অথবা চুক্তি বা খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানমালার কোন কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকুরীর শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে, ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়-

(ক) “অসদাচরণ” অর্থ চাকুরীর শৃঙ্খলা বা নিয়মের হানিকর আচরণ অথবা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা ভদ্রজনের পক্ষে শোভনীয় নহে এইরূপ আচরণ; এবং নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা :-

(অ) উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ;

(আ) কর্তব্যে গুরুতর অবহেলা;

- (ই) কোন আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কোন আদেশ, পরিপত্র অথবা নির্দেশাবলীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; এবং
- (ঈ) কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিচার-বিবেচনাহীন, বিরক্তিকর, মিথ্যা বা অসার অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করণ;
- (খ) “আইন” অর্থ Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O.No. 27 of 1973);
- (গ) “উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ” অর্থ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে বোর্ড কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ;
- (ঘ) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা এবং উক্ত কর্মকর্তার উর্ধ্বতন কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
- (ঙ) “কর্মকর্তা” অর্থ ব্যাংকের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন কর্মকর্তা;
- (চ) “কর্মচারী” অর্থ ব্যাংকের কোন কর্মচারী এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
- (ছ) “তফসিল” অর্থ এই প্রবিধানমালার তফসিল;
- (জ) “নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ” অর্থ বোর্ড এবং কোন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বোর্ডের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
- (ঝ) “পদ” অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ;
- (ঞ) “পলায়ন” অর্থ বিনা অনুমতিতে চাকুরী বা কর্তব্যস্থল ত্যাগ অথবা বিনা অনুমতিতে ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় যাবৎ কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা, অথবা অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় পুনঃঅনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা, অথবা বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ এবং ৩০(ত্রিশ) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা, অথবা অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা;
- (ট) “বাছাই কমিটি” অর্থ কোন পদে নিয়োগদানের সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে এই প্রবিধানমালার অধীন গঠিত কোন বাছাই কমিটি;
- (ঠ) “কৃষি ব্যাংক” বা ব্যাংক” অর্থ আইনের section 2(f) তে সংজ্ঞায়িত Bank ;
- (ড) “বিজ্ঞাপন” অর্থ ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রিকা বা অন্য কোন গণ-মাধ্যমে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন;
- (ঢ) “বোর্ড” অর্থ ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্;
- (ণ) “শিক্ষানবিস” অর্থ কোন পদের বিপরীতে শিক্ষানবিস হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী;
- (ত) “সম্মানী” অর্থ মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় এইরূপ বিশেষ বা কষ্টসাধ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অনাবর্তক ধরনের বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন নগদ পুরস্কার;
- (থ) “স্বীকৃত ইনস্টিটিউট”, “স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান”, “স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়”, “স্বীকৃত বোর্ড” বা “স্বীকৃত সোসাইটি” অর্থ আপততঃ বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন ইনস্টিটিউট, প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড বা সোসাইটি এবং এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন ইনস্টিটিউট, প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড বা সোসাইটিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিয়োগ, ইত্যাদি

৩। নিয়োগ পদ্ধতি।- এই অধ্যায় এবং তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দান করা হইবে, যথা :-

- (ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;
- (খ) পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং
- (গ) প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।

৪। বাছাই কমিটি।- কোন পদে সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগদানের সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে, বোর্ড এক বা একাধিক বাছাই কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৫। সরাসরি নিয়োগদান।- (১) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ লাভের নিমিত্ত উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি-

- (ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন; অথবা
- (খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন।

(২) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরিভাবে নিযুক্ত হইবেন না, যদি উক্ত পদে নিয়োগের জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং তাহার বয়সসীমা তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

(৩) কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যে পর্যন্ত না উক্ত পদে নিয়োগের জন্য-

- (ক) নির্বাচিত ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা-পর্যদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন করেন;
- (খ) নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, ব্যাংকের চাকুরীতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৪) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, সকল পদের জন্য দেশের রাজধানী হইতে প্রকাশিত অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করিতে হইবে এবং বিভিন্ন সময় এইরূপ নিয়োগদানের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক জারীকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) কোন পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগদান করিতে হইবে।

৬। পদোন্নতি।- (১) এই প্রবিধানমালার অন্যান্য বিধান ও তফসিল সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(২) কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠতার কারণে কোন ব্যক্তি অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবী করিতে পারিবেন না।

(৩) জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ অনুসারে ১৩৭৫০-১৯২৫০/- ও তদূর্ধ্ব স্কেলের পদসমূহের পদোন্নতি মেধা তথা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীকে তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং চাকুরীকালে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কারণে, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে হিসাবে, পালা অতিক্রম করতঃ পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে।

৭। শিক্ষানবিসি।- (১) কোন স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তি যোগদানের তারিখ হইতে-

- (ক) সরাসরিভাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে, ১ (এক) বৎসরের জন্য এবং
- (খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) মাসের জন্য শিক্ষানবিসি থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসি মেয়াদ এইরূপে বৃদ্ধি করিতে পারিবে যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে ৬ (ছয়) মাসের অধিক না হয়।

(২) যেক্ষেত্রে কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসি মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, বা তাহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ-

- (ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিসের চাকুরী অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং
- (খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৩) শিক্ষানবিসি মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-

- (ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, শিক্ষানবিসি মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকুরীতে স্থায়ী করিবে; এবং

- (খ) যদি মনে করে যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ-

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সে পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৪) কোন শিক্ষানবিসকে কোন পদে স্থায়ী করা হইবে না, যদি না তিনি-

- (ক) সন্তোষজনকভাবে শিক্ষানবিসি মেয়াদ সমাপ্ত করিয়া থাকেন;
- (খ) ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় (যদি থাকে) উত্তীর্ণ হন; এবং
- (গ) এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ (যদি থাকে) সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত করেন।

৮। প্রেষণে নিয়োগ।- তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ব্যাংকের কোন পদে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন উপযুক্ত কর্মচারীকে, ব্যাংকের এবং সরকার বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরস্পরের মধ্যে স্থিরকৃত শর্তাধীনে, নিয়োগ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায় চাকুরীর সাধারণ শর্তাবলী

৯। যোগদানের সময়।- (১) অন্য চাকুরীস্থলে বদলীর ক্ষেত্রে কোন নতুন পদে যোগদানের জন্য কোন কর্মচারীকে নিম্নরূপ সময় দেওয়া হইবে, যথা :-

(ক) প্রস্তুতির জন্য ছয় দিন; এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পস্থায় ভ্রমণে প্রকৃতপক্ষে অতিবাহিত সময় :

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধান অনুযায়ী যোগদানের সময় গণনার উদ্দেশ্যে সাধারণ ছুটির দিন গণনা করা হইবে না।

(২) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে প্রাপ্য যোগদানের সময় হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) কোন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্যত্র বদলী হইলে, অথবা চাকুরীস্থল পরিবর্তন করিতে হয় এমন কোন নতুন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পুরাতন চাকুরীস্থল, অথবা যে স্থানে তিনি নিয়োগের বা বদলীর আদেশ পাইয়াছেন, এই দুইয়ের মধ্যে যে স্থান কর্মচারীর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয় সে স্থান হইতে তাঁহার যোগদানের সময় গণনা করা হইবে।

(৪) যদি কোন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্য চাকুরীস্থলে, বা এক পদ হইতে অন্য পদে, যোগদানের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ছুটি গ্রহণ করেন, তবে তাহার দায়িত্বভার হস্তান্তর করিবার পর হইতে যে সময় অতিবাহিত হয় তাহা মেডিকেল সার্টিফিকেট পেশ করিয়া ছুটি গ্রহণ না করিলে অনুমোদিত সময়টুকুও ছুটির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১০। **বেতন ও ভাতা।**- সরকার বিভিন্ন সময়ে যেরূপ নির্ধারণ করিবে, কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেরূপ হইবে।

১১। **প্রারম্ভিক বেতন।**- (১) কোন পদে কোন কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময়ে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন বেতনই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ তাহাকে, বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) সরকার ইহার কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সময় সময় যে নির্দেশাবলী জারী করিবে তদনুসারে ব্যাংকের কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

১২। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন।**- কোন কর্মচারীর পদোন্নতির ক্ষেত্রে যে পদে তাহাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয় সাধারণতঃ সে পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত সর্বনিম্ন বেতন অপেক্ষা তাহার পুরাতন পদে প্রাপ্ত ক্ষেত্রের বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য প্রাপ্য বেতনক্রমে তাহার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

১৩। **বেতন বর্ধন।**- (১) বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা না হইলে, সাধারণতঃ সময়মত নির্ধারিত বেতন বর্ধন মঞ্জুর করা হইবে।

(২) যদি বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়, স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ তাহা উল্লেখ করিবে।

(৩) কোন শিক্ষানবিস সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিসিকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকুরীতে স্থায়ী না হইলে, তিনি বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না।

(৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে একসঙ্গে অনধিক দুইটি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৫) যেক্ষেত্রে কোন বেতনক্রমে দক্ষতা-সীমা নির্ধারিত রহিয়াছে, সেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বেতন বর্ধন স্থগিত করিবার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট মঞ্জুরী ব্যতীত তাহার দক্ষতা সীমার অব্যবহিত উপরের বেতন বৃদ্ধি অনুমোদন করা যাইবে না এবং এইরূপ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার এই মর্মে সুপারিশ থাকিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কাজকর্ম ছিল দক্ষতাসীমা অতিক্রম করিবার জন্য উপযুক্ত।

১৪। **জ্যেষ্ঠতা।**- (১) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে কোন কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সে পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) একই সময়ে একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের মেধা তালিকা অনুসারে সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি যে সুপারিশ করেন সে সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করিবে।

(৩) একই ক্যালেন্ডার বৎসরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠ হইবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে সে পদে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করা হইবে।

(৫) ব্যাংক ইহার কর্মচারীদের গ্রেডওয়ারী জ্যেষ্ঠতা তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং সময় সময় তাহাদের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবে।

(৬) কর্মচারীদের ক্ষেত্রে The Government Servants (Seniority of Freedom Fighters) Rules, 1979 এর বিধান সমূহ প্রযোজ্য হইবে।

১৫। **প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব (লিয়েন)।-** (১) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে, উহার কোন কর্মচারীর পারদর্শিতা ও তৎকর্তৃক গৃহীত বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোন সংস্থা, অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত, এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে ব্যাংক এবং হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার মধ্যে পারস্পরিকভাবে সম্মত মেয়াদে ও শর্তাধীনে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার অনুরূপ বা সদৃশপদে উক্ত কর্মচারীকে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ন্যস্ত করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে হাওলাত গ্রহীতা সংস্থায় নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) কোন সরকারী সংস্থা, ব্যাংকের কোন কর্মচারীর চাকুরীর আবশ্যিকতা রহিয়াছে বলিয়া বোধ করিলে, অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত, ব্যাংকের নিকট অনুরূপ আবশ্যিকতার কারণ বর্ণনা করিয়া অনুরোধ জানাইবে এবং অনুরোধ প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর সম্মতি লইয়া হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা কর্তৃক উল্লিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্তাবলী নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) তে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও, প্রেষণের শর্তাবলীতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা :-

(ক) প্রেষণের সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, তিন বৎসরের অধিক হইবে না;

(খ) ব্যাংকের চাকুরীতে কর্মচারীর পূর্বস্বত্ব থাকিবে এবং প্রেষণের সময়কাল শেষ হইবার পর অথবা তৎপূর্বেই ইহার অবসান ঘটিলে তিনি ব্যাংকে প্রত্যাবর্তন করিবেন;

(গ) কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল ও পেনশন থাকিলে, হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা উহাতে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

(৪) কোন কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালে, তিনি ব্যাংকে পদোন্নতির জন্য বিবেচনাযোগ্য হইলে তাহার পদোন্নতির বিষয় অন্যান্যদের সঙ্গে একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে ব্যাংকে প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৫) প্রেষণে থাকাকালে পদোন্নতি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে কোন কর্মচারীকে ব্যাংক ফেরত চাহিলে, তিনি যদি যথাসময়ে স্বেচ্ছায় ফেরত না আসেন, তবে পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(৬) যদি কোন কর্মচারীকে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার স্বার্থে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে কোন আর্থিক সুবিধা ছাড়া next below rule অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করা হইবে।

(৭) শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার ব্যাপারে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা প্রেষণে কর্মরত কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম সূচনা করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম সূচনা করা হইয়াছে, তাহা হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা ব্যাংককে অবিলম্বে অবহিত করিবে।

(৮) প্রেষণে কর্মরত কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সূচিত শৃঙ্খলামূলক কার্যধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা যদি এইরূপ মত পোষণ করে যে, তাহার উপর কোন দণ্ড আরোপ করা আবশ্যিক, তাহা হইলে উক্ত সংস্থা উহার রেকর্ডসমূহ ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং অতঃপর কর্তৃপক্ষ যেরূপ প্রয়োজন বলিয়া মনে করিবে সেরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায় ছুটি, ইত্যাদি

১৬। **বিভিন্ন প্রকারের ছুটি।-** (১) কোন কর্মচারী নিম্নবর্ণিত যে কোন ধরনের ছুটি পাইবেন, যথা :-

- (ক) পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি;
- (খ) অর্ধ গড় বেতনে ছুটি;
- (গ) প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি;
- (ঘ) অসাধারণ ছুটি;
- (ঙ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি;
- (চ) সংগরোধ ছুটি;
- (ছ) প্রসূতি ছুটি;
- (জ) অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটি;
- (ঝ) অধ্যয়ন ছুটি; এবং
- (ঞ) নৈমিত্তিক ছুটি।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং ইহা সাধারণ ছুটির দিনের সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইবে।

(৩) বোর্ডের পূর্ব অনুমোদন লইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৪) সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্য যে কোন ধরনের ছুটি এই উদ্দেশ্যে জারীকৃত বিধি বিধান সাপেক্ষে ব্যাংকের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা যাইবে।

১৭। **পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি।-** (১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে পূর্ণগড় বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ বেতনে প্রাপ্য এককালীন ছুটি চার মাসের অধিক হইবে না।

(২) অর্জিত ছুটি চার মাসের অধিক হইলে, তাহা ছুটির হিসাবের অন্য খাতে জমা দেখানো হইবে এবং উহা হইতে মেডিকেল সার্টিফিকেট উপস্থাপন সাপেক্ষে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন বা অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের জন্য পূর্ণ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

১৮। **অর্ধ গড় বেতনে ছুটি।-** (১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্য দিবসের ১/১২ হারে অর্ধ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ ছুটি জমা হওয়ার কোন সীমা থাকিবে না।

(২) মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে, অর্ধগড় বেতনে দুই দিনের ছুটির পরিবর্তে এক দিনের পূর্ণ গড় বেতনের ছুটির হারে এইরূপ গড় বেতনে ছুটিকে সর্বোচ্চ বার মাস পর্যন্ত, পূর্ণ গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তরিত করা যাইবে।

১৯। **প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি।-** (১) মেডিকেল সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হইলে, কোন কর্মচারীকে তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ বার মাস পর্যন্ত, এবং অন্য কোন কারণে হইলে, তিন মাস পর্যন্ত, অর্ধ গড় বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) যখন কোন কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হাওয়ার পূর্বেই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন তখন তিনি পূর্বেই যে ছুটি ভোগ করিয়াছেন সেই ছুটি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত নূতনভাবে অর্ধ গড় বেতনে কোন ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

২০। **অসাধারণ ছুটি।-** (১) যখন কোন কর্মচারীর অন্য কোন ছুটি পাওনা না থাকে, বা অন্য প্রকার কোন ছুটি পাওনা থাকে অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন তখন তাহাকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) অসাধারণ ছুটির মেয়াদ একাধারে তিন মাসের অধিক হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইবে,

- (ক) যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে পাঁচ বৎসরের জন্য তিনি ব্যাংকে চাকুরী করিবেন; অথবা
- (খ) যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকেন; অথবা
- (গ) যেক্ষেত্রে ব্যাংক এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

(৩) ছুটি মঞ্জুর করিবার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতাসহ বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তরিত করিতে পারিবে।

২১। **বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি।-** (১) কোন কর্মচারী তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইলে, প্রবিধান ১৬(৩) অনুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) যে অক্ষমতার কারণে অক্ষমতাজনিত ছুটি চাওয়া হয় সেই অক্ষমতা তিন মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে, এবং যে ব্যক্তি অক্ষম হন, সে ব্যক্তি অনুরূপ অক্ষমতার কারণ অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে না।

(৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজনীয় বলিয়া চিকিৎসা-পর্যদ প্রত্যয়ন করিবে সে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে, এবং চিকিৎসা-পর্যদের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে তাহা বৃদ্ধি করা হইবে না; এবং উক্ত ছুটি কোন ক্রমেই চব্বিশ মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে কোন ছুটির সঙ্গে সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

(৫) যদি একই ধরনের অবস্থায় পরবর্তীকালে কোন সময় অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে অনুরূপ ছুটির পরিমাণ চব্বিশ মাসের অধিক হইবে না এবং তাহা যে কোন একটি অক্ষমতার কারণে মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) শুধুমাত্র আনুতোষিকের এবং যেক্ষেত্রে অবসরভাতা প্রাপ্য হয়, যেক্ষেত্রে অবসরভাতার ব্যাপারে চাকুরী হিসাব করিবার সময়ে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গণনা করা হইবে এবং ইহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা হইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীন মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদসহ যে কোন মেয়াদের ছুটির প্রথম চার মাসের জন্য পূর্ণ গড় বেতন; এবং

(খ) এইরূপ কোন ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ গড় বেতন।

(৮) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা এমন কর্মচারীর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, যিনি তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে, বা উহা পালনের পরিণতিতে, অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দুর্ঘটনাবশতঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট কোন কর্তব্য পালনকালে তাহার পদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বহির্ভূত অসুস্থতা বা জখম বাড়াইয়া তোলার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ অসুস্থতার দরুণ অক্ষম হইয়াছেন।

২২। **সঙ্গরোধ ছুটি।-** (১) কোন কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে সংক্রামক ব্যাধি থাকিবার কারণে যদি তাকে অফিসে উপস্থিত না হইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় তবে যে মেয়াদে উক্তরূপ নির্দেশ কার্যকর থাকে সে সময়কাল হইবে সঙ্গরোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান, কোন চিকিৎসা-কর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনুর্ধ্ব একুশ দিন অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় ত্রিশ দিনের জন্য সঙ্গরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) সঙ্গরোধের জন্য উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই প্রবিধানমালার অধীন অন্য কোন প্রকার ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী প্রাপ্য সর্বাধিক ছুটি সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইলে অন্যবিধ ছুটির সহিত সঙ্গরোধ ছুটিও মঞ্জুর করা যাইবে।

(৫) সঙ্গরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোন কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না এবং যখন কোন কর্মচারী নিজেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন তখন তাকে এইরূপ কোন ছুটি দেওয়া যাইবে না।

২৩। **প্রসূতি ছুটি।-** (১) কোন মহিলা কর্মচারীকে পূর্ণ বেতনে সর্বাধিক চার মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরীর অনুরোধ কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনা মতে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে কোন ছুটির সহিত একত্রে বা সম্প্রসারিত করিয়া মঞ্জুর করা যাইবে।

(৩) ব্যাংকের চাকুরী জীবনে কোন কর্মচারীকে দুই বারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৪। **অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটি।-** (১) কোন কর্মচারী ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে এক বৎসরের পূর্ণ গড় বেতনে অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটি পাইবেন এবং এইরূপ ছুটির মেয়াদ তাহার অবসর গ্রহণের তারিখ অতিক্রম করিবার পরেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, কিন্তু আটান্ন বৎসরের বয়স-সীমা অতিক্রমের পর উহা সম্প্রসারণ করা যাইবে না।

(২) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে একমাস পূর্বে অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৩) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে একদিন পূর্বে অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে যাইবেন।

২৫। **অধ্যয়ন ছুটি।-** (১) কোন কর্মচারীকে তাহার চাকুরীর জন্য সহায়ক এইরূপ বৈজ্ঞানিক, কারিগরী বা অনুরূপ বিষয় অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণের জন্য ব্যাংক অর্ধ গড় বেতনে অনধিক বার মাস অধ্যয়নের জন্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে যাহা তাহার ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে না।

(২) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরীকৃত ছুটির মেয়াদ তাহার শিক্ষা কোর্স ও পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম, সেক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে, ব্যাংক তাকে অনধিক এক বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) পূর্ণ গড়-বেতনে বা অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি বা বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে এইরূপে মঞ্জুরীকৃত ছুটি কোনক্রমেই একত্রে দুই বৎসরের অধিক হইবে না।

২৬। **নৈমিত্তিক ছুটি**।- (১) সরকার, সময় সময়, উহার কর্মচারীদের জন্য প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নির্ধারণ করিবে ব্যাংকের কর্মচারীগণ মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

(২) কোন কর্মচারীকে এক সঙ্গে দশ দিনের বেশী নৈমিত্তিক ছুটি দেওয়া যাইবে না।

(৩) নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করিবার জন্য কোন আনুষ্ঠানিক আদেশ বা বিজ্ঞপ্তি জারী করিবার অথবা এই ছুটি চাকুরীর বৃত্তান্ত বহিতে লিপিবদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না।

(৪) নৈমিত্তিক ছুটি প্রতিটি পঞ্জিকা বৎসরের মধ্যেই গ্রহণীয় হইবে এবং কোন পঞ্জিকা বৎসরের নির্ধারিত নৈমিত্তিক ছুটি ঐ বৎসরের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে তামাদি হইয়া যাইবে।

(৫) নৈমিত্তিক ছুটি সাপ্তাহিক বা সাধারণ ছুটির দিনসহ ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তবে নৈমিত্তিক ছুটির মধ্যবর্তী সময় সাপ্তাহিক ছুটির দিন বা সাধারণ ছুটির দিন হইলে, সমগ্র সময়টি (সাপ্তাহিক বা সাধারণ ছুটিসহ) নৈমিত্তিক ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে, যদি উহার পরিমাণ সর্বাধিক প্রাপ্য নৈমিত্তিক ছুটির পরিমাণ অপেক্ষা বেশী না হয়, এবং বেশী হইলে উক্ত সম্পূর্ণ সময়কাল প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, পূর্ণ বা অর্ধ গড় বেতনে অর্জিত ছুটিতে পরিণত হইবে, এইরূপ ছুটি পাওনা না থাকিলে উহা বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিতে পরিণত হইবে।

(৬) নৈমিত্তিক ছুটি অন্য কোন ছুটির সহিত যুক্ত করা হইবে না তবে নৈমিত্তিক ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইলে যদি সমগ্র সময়টি (প্রথমে মঞ্জুরীকৃত নৈমিত্তিক ছুটির সময়সহ) পাওনা এবং একবারে গ্রহণীয় নৈমিত্তিক ছুটির পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (৫) অনুসারে অর্জিত ছুটিতে পরিণত হইবে এবং অন্য কোন প্রকার ছুটি পাওনা না থাকিলে, বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিতে পরিণত হইবে।

(৭) নৈমিত্তিক ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইলে যদি সমগ্র সময়টি (প্রথমে মঞ্জুরীকৃত নৈমিত্তিক ছুটির সময়সহ) পাওনা এবং একবারে গ্রহণীয় নৈমিত্তিক ছুটির পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (৫) অনুসারে অর্জিত ছুটিতে পরিণত হইবে এবং অন্য কোন প্রকার ছুটি পাওনা না থাকিলে, বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিতে পরিণত হইবে।

(৮) কর্মস্থলে যোগদানের দিনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া নৈমিত্তিক ছুটি গ্রহণ করা যাইবে না।

(৯) একদফায় গৃহীত নৈমিত্তিক ছুটি এক পঞ্জিকা বৎসর হইতে পরবর্তী পঞ্জিকা বৎসরে সম্প্রসারিত হইতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ছুটির সর্বোচ্চ পরিমাণ একবারে গ্রহণীয় নৈমিত্তিক ছুটির পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হইবে না এবং ঐ ছুটির যে কয়দিন ডিসেম্বর মাসে পড়িবে সেই কয়দিনের নৈমিত্তিক ছুটির সংশ্লিষ্ট বৎসরে পাওনা থাকিতে হইবে এবং উক্ত ছুটির বাকী অংশ পরবর্তী বৎসরের নৈমিত্তিক ছুটি হিসাবে ব্যয়িত গণ্য হইবে।

২৭। **ছুটির পদ্ধতি**।- (১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) ছুটির জন্য সকল আবেদন ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে হইতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী কর্মচারী যে কর্মকর্তার অধীন কর্মরত আছেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোন কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহার অধীনে কর্মরত কোন কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে, তবে, তিনি আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরী আদেশ সাপেক্ষে, তাহাকে অনুর্ধ্ব পনের দিনের মেয়াদে ছুটিতে যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

২৮। ছুটিকালীন বেতন।- (১) কোন কর্মচারী পূর্ণ গড় বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সে বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কর্মচারী অর্ধ-গড় বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সে বেতনের অর্ধ-গড় হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ছুটি যে দেশেই কাটানো হউক, ছুটির বেতন বাংলাদেশী টাকায় বাংলাদেশে প্রদেয় হইবে।

২৯। ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন করানো।- ছুটি ভোগরত কোন কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইবে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইলে, তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার তারিখ হইতে তাহাকে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য তিনি ভ্রমণ ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩০। ছুটির নগদায়ন।- (১) যে কর্মচারী অবসর ভাতা বা ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাহার সম্পূর্ণ চাকুরীকালের জন্য সর্বাধিক বার মাস পর্যন্ত, প্রতি বৎসরে প্রত্যাখাত ছুটির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নগদায়ন করিবার জন্য অনুমতি পাইতে পারেন।

(২) সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের ভিত্তিতে উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত ছুটি নগদায়ন করা যাইবে।

(৩) কোন কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে মৃত্যুবরণের তারিখের পরবর্তী দিনে, তাহার অবসর গ্রহণ গণ্য করিয়া, তাহার ছুটি পাওনা সাপেক্ষে, ছুটির বদলে তাহার প্রাপ্য নগদ অর্থ তাহার পরিবারকে প্রদান করা হইবে।

ব্যাখ্যাঃ ‘পরিবার’ বলিতে পারিবারিক অবসরভাতা প্রদানের নিমিত্ত প্রযোজ্য বিধিতে পরিবারকে যে অর্থে দেখানো হইয়াছে তাহা বুঝাইবে।

পঞ্চম অধ্যায় ভ্রমণভাতা, ইত্যাদি

৩১। ভ্রমণভাতা, ইত্যাদি।- কোন কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার দায়িত্ব পালনার্থ ভ্রমণকালে, বা বদলী উপলক্ষে ভ্রমণকালে, সরকার কর্তৃক উহার কর্মচারীদের জন্য সময়ে সময়ে নির্ধারিত হার ও শর্তাবলী অনুযায়ী, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩২। সম্মানী, ইত্যাদি।- (১) ব্যাংক উহার কোন কর্মচারীকে সাময়িক প্রকৃতির কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন উদ্ভাবনমূলক বা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদনের জন্য সম্মানী বা নগদ অর্থ বা পুরস্কার প্রদানের যৌক্তিকতা থাকিলে উক্ত সম্মানী বা নগদ অর্থ বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোন সম্মানী বা নগদ অর্থ বা পুরস্কার মঞ্জুর করা হইবে না, যদি এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক তাহা সুপারিশ না করা হয়।

৩৩। দায়িত্ব ভাতা।- কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে কমপক্ষে একুশ দিনের জন্য তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে উচ্চতর কোন পদের বা সমপর্যায়ের কোন পদের দায়িত্ব পালন করিলে সরকার কর্তৃক উহার কর্মচারীদের জন্য সময় সময়, নির্ধারিত হার ও শর্ত অনুযায়ী দায়িত্ব ভাতা প্রদান করা হইবে।

৩৪। বোনাস।- সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারী আদেশ মোতাবেক ব্যাংকের কর্মচারীগণকে উৎসবভাতা ও বোনাস প্রদান করা যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
চাকুরীর-বৃত্তান্ত

৩৫। চাকুরী-বৃত্তান্ত।- (১) পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য চাকুরীর বৃত্তান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে এবং ব্যাংককে এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট চাকুরী বহি সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে একবার তাহার চাকুরী বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপে দেখিবার পর উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী বহি পরিদর্শনকালে উহাতে কোন ভুল বা কোন তথ্যের অনুল্লেখ দেখিতে পান, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা চাকুরী বহিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া বিষয়টি উক্ত কর্মচারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

৩৬। বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন।- (১) ব্যাংক উহার কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করিবে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে, কোন কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রয়োজন হইলে, তাহাও কর্তৃপক্ষ চাহিতে পারিবে।

(২) কোন কর্মচারী তাহার গোপনীয় প্রতিবেদন দেখিতে পারিবেন না, কিন্তু উহাতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে, উহার কৈফিয়ৎ প্রদানের বা তাহার নিজের সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার জন্য তাহাকে তৎসম্পর্ক অবহিত করিতে হইবে এবং কৈফিয়ত সন্তোষজনক হইলে কর্তৃপক্ষ বিরূপ মন্তব্য কর্তন করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা

৩৭। আচরণ ও শৃঙ্খলা।- (১) প্রত্যেক কর্মচারী-

- (ক) এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন;
- (খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাততঃ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন তাহার বা তাহাদের দ্বারা সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল বৈধ ও সঙ্গত আদেশ ও নির্দেশ পালন এবং মানিয়া চলিবেন; এবং
- (গ) বিশ্বস্ততা, সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত ব্যাংকে চাকুরী করিবেন।

(২) কোন কর্মচারী-

- (ক) কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যার্থে চাঁদা দান বা অন্য কোন উপায়ে উহার সহায়তা করিবেন না এবং ব্যাংক বা রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না;
- (খ) তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না বা চাকুরীস্থল ত্যাগ করিবেন না;
- (গ) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবেন না বা এইরূপ কোন নির্বাচনের কোন প্রচারকার্যে অংশ গ্রহণ করিবেন না বা কোন প্রভাব বিস্তার করিবেন না;
- (ঘ) কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ছাড়া ব্যাংকের কোন মামলায় কোন আদালতে কোন জবাব প্রদান বা সাক্ষ্য প্রদান করিবেন না;

- (ঙ) ব্যাংকের সহিত লেনদেন রহিয়াছে বা লেনদেন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তিদের নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করিবেন না;
- (চ) কোন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;
- (ছ) কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত হইবেন না বা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অনুরূপ কোন ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না;
- (জ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, বাহিরের কোন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকুরী গ্রহণ করিবেন না; এবং
- (ঝ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত অন্য কোন খণ্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী বোর্ডের নিকট বা উহার কোন সদস্যের নিকট কোন ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না; কোন নিবেদন থাকিলে, উহা তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী সম্পর্কিত কোন দাবীর সমর্থনে বোর্ড বা উহার কোন কর্মকর্তার উপর রাজনৈতিক বা বাহিরের কোন প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী সম্পর্কিত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য সরাসরি কোন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা অন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী ব্যাংকের বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদপত্র বা অন্য কোন গণমাধ্যমের সহিত কোন যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৭) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগতভাবে ঋণগ্রস্ততা পরিহার করিবেন।

৩৮। **দণ্ডের ভিত্তি।-** কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারী-

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন; অথবা

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন; অথবা

(গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন; অথবা

(ঘ) অদক্ষ হন, অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন; অথবা

(ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতিপরায়ণ হন বা যুক্তিসঙ্গতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হন; যথা :-

(অ) তিনি বা তাহার কোন পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ এইরূপ অর্থসম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন, যাহা অর্জনের যৌক্তিকতা ব্যাংকে দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন; অথবা

(আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা না করিয়া জীবন যাপন করেন; অথবা

(চ) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তসরুফ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন; অথবা

(ছ) কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত হন বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং উক্ত কারণে তাহাকে চাকুরীতে রাখা ব্যাংক বা জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৩৯। দণ্ডসমূহ।- (১) এই প্রবিধানের অধীনে নিম্নোক্ত দণ্ডসমূহ আরোপযোগ্য হইবে; যথা :-

(ক) নিম্নরূপ লঘু দণ্ড :

(অ) তিরস্কার;

(আ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা;এবং

(ই) সাত দিনের মূল বেতনের সম-পরিমাণ টাকা কর্তন।

(খ) নিম্নরূপ গুরুদণ্ড :

(অ) নিম্নপদে বা নিম্নতর বেতনক্রমে অবনতকরণ;

(আ) কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোন খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ;

(ই) বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান;

(ঈ) চাকুরী হইতে অপসারণ এবং

(উ) চাকুরী হইতে বরখাস্ত।

(২) কোন কর্মচারী চাকুরী হইতে অপসারণের ক্ষেত্রে নহে, বরং চাকুরী হইতে বরখাস্তের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা ব্যাংকের চাকুরী প্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন।

৪০। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।- (১) প্রবিধান ৩৮(ছ) অনুসারে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করিবার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ-

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) লিখিত আদেশ দ্বারা তাহার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করে, সে ব্যবস্থা এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবে; এবং

(গ) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ব্যাংক বা বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান সমীচীন নহে, সেক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) যেক্ষেত্রে, উপ-প্রবিধান (১) (গ) অনুসারে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রয়োজন হইবে, সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, অভিযুক্ত কর্মচারীর পদ-মর্যাদার নিম্নে নহেন এমন তিন জন কর্মচারীর সমন্বয়ে, তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে।

৪১। লঘুদণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।- (১) এই প্রবিধানমালার অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করে যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তাহাকে তিরস্কার অপেক্ষা কঠোরতর কোন দণ্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ-

- (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহা জানাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং
- (খ) দফা (ক) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ৎ, যদি কিছু থাকে, বিবেচনা করিবে এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ৎ পেশ না করিয়া থাকেন, তবে এইরূপ সময়ের মধ্যে তাহাকে লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর তাহার পদমর্যাদার নীচে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে একটি সময়সীমা নিধারণ করিয়া দিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পাইবার পর কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে অথবা প্রয়োজন মনে করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে অথবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন অধিকতর তদন্তের আদেশ দেয়া হইলে তদন্তের ফলাফল ও প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে প্রবিধান ৩৮ এর দফা (ক) বা (খ) এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কারের দণ্ড প্রদান করা হইবে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগতভাবে তাহার শুনানী গ্রহণ করতঃ দণ্ডের কারণ লিপিবদ্ধ করিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে, তবে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হন বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে শুনানী ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত দণ্ড আরোপ করা যাইবে, অথবা উপ-প্রবিধান (১)(খ), (২) এবং প্রয়োজনে (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড আরোপ করা যাইবে।

(৫) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবী করেন যে, তাহাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (১), (২) এবং প্রয়োজনে (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড আরোপ করিতে হইবে।

৪২। গুরুদণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের কার্যপ্রণালী।- (১) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে কোন গুরুদণ্ড আরোপ করা প্রয়োজন হইবে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ-

- (ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে, এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময় অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন তাহাও কর্মচারীকে অবহিত করিবে;
- (খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করিবার পর ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত দণ্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উল্লেখ করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করিবার জন্য ১০ (দশ) কার্য দিবস পর্যন্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এ নির্ধারিত বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশ করেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদির সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার উক্ত বিবৃতি বিবেচনা করিবে এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করে যে,-

- (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদানুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;
- (খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ আছে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘুদণ্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগদান করিয়া তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশের তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে যে কোন একটি লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে অথবা লঘুদণ্ড আরোপের উদ্দেশ্যে প্রবিধান ৪১ এর অধীনে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উক্ত প্রবিধানে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে পারিবে; এবং
- (গ) উক্ত কার্যধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত কারণ আছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে বা, ক্ষেত্রবিশেষে, অনুরূপ ৩ (তিন) জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড গঠন করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এ নির্ধারিত বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি পেশ না করেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়সীমা বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত সময় শেষ হওয়ার তারিখ হইতে ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে বা, ক্ষেত্রবিশেষে, একটি তদন্ত বোর্ড গঠন করিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রবিশেষে, তদন্ত বোর্ড তদন্তের আদেশদানের তারিখ হইতে ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবেন এবং প্রবিধান ৪৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উহার তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ডের তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবে এবং উক্ত অভিযোগের উপর উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপি সহ সিদ্ধান্তটি অবগত করিবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৫) মোতাবেক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে প্রস্তাবিত দণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে তাহাকে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দিবে।

(৭) উপ-প্রবিধান (৬) অনুসারে কারণ দর্শানো হইলে উক্ত কারণ এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনান্তে কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।

(৮) এই প্রবিধানের অধীনে তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং যে ক্ষেত্রে কোন তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ড নিযুক্ত করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা বা বোর্ডের তদন্তের প্রতিবেদন ও উহার যুক্তিসংগত কারণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে।

(৯) এইরূপ সকল তদন্ত কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৩। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্য-প্রণালী।- (১) তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুনানী অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানী মূলতবী রাখিবেন না।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত তদন্তে-

- (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন সে সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক সাক্ষ্য উপস্থাপনের যুক্তিসংগত সুযোগ উভয় পক্ষকে প্রদান ও বিবেচনা করিতে হইবে;
- (খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করিবার, তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিবার এবং তাহার পক্ষ সমর্থনকারী কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করিবার অধিকারী হইবেন;
- (গ) অভিযোগের সমর্থনে মামলা উপস্থাপনকারী ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এবং তাহার সাক্ষীগণকে জেরা করিবার অধিকারী হইবেন; এবং
- (ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন, তবে তাহাকে নথির টোকার অংশ কোন প্রকারেই দেখিতে দেওয়া হইবে না।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন নির্দিষ্ট সাক্ষীকে বা কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সমর্থনে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবে।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দিবেন এবং উক্তরূপ সতর্ক করিবার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায্য বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করিবেন সে পদ্ধতিতে উক্ত তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ তাহার কার্যালয়ের জন্য অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন, অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রবিধান ৩৮ এর দফা (খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারিবে।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর তাহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, তবে শাস্তি বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, এই প্রবিধানমালার অধীনে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিবার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে পারেন, এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে এই প্রবিধান যতটুকু প্রযোজ্য, তদন্ত কমিটির ক্ষেত্রে, ততটুকু প্রযোজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) উপ-প্রবিধান (৯) এর অধীনে নিযুক্ত কমিটির কোন একজন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উহার কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না কিংবা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৪। সাময়িক বরখাস্ত।- (১) প্রবিধান ৩৮ এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের দায়ে গুরুদণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে, এইরূপ কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিবার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার ছুটির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড কোন আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তের দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ, বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পর, মূলতঃ যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল সেই ব্যাপারে, তাহার বিরুদ্ধে আরও তদন্তকার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৩) কোন কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি ও আদেশ অনুযায়ী খোরাকী ভাতা পাইবেন।

(৪) ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ ('কারাগারে সোপর্দ' অর্থে 'হেফাজতে' রক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে) কর্মচারীকে গ্রেপ্তারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন সূচিত কার্যধারা পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকী ভাতা পাইবেন।

৪৫। পুনর্বহাল।- (১) যদি প্রবিধান ৪০ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ক) মোতাবেক ছুটিতে প্রেরিত কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত, অপসারণ বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে, তাহাকে তাহার পদমর্যাদায় আসীন বা সমপদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং ঐ ছুটিকালীন সময়ে তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) সাময়িকভাবে বরখাস্তের পর পুনর্বহালের বিষয় সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ চাকুরী বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৪৬। ফৌজদারী মামলা, ইত্যাদিতে আটক কর্মচারী।- (১) ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কোন কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হইবার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে মামলা পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতি কালের জন্য তিনি কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা ভাতাদি পাইবেন না এবং মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাহার বেতন ও ভাতাদির সমন্বয়-সাধন করা হইবে।

(২) উক্ত কর্মচারী অপরাধ হইতে খালাস পাইলে, অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে, উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে, তাহার প্রাপ্য বেতন-ভাতাদির টাকা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে এবং এইরূপে তাহাকে সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং উক্ত প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি বাবদ সম্পূর্ণ টাকা অপেক্ষা কম টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত সময় কর্তব্যকাল বা ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তদনুযায়ী নির্দেশ প্রদান না করিলে এইরূপ গণ্য করা হইবে না।

৪৭। আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।- (১) কোন কর্মচারী ব্যাংক কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই, সেক্ষেত্রে যে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের প্রস্তাব করা হইবে, তিনি যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধস্তন তাহার নিকট, অথবা যেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ আদেশদান করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে, যথা :-

- (ক) এই প্রবিধানমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কিনা, না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছে কিনা;
- (খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত কিনা;
- (গ) আরোপিত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাণ্ড বা অপর্যাণ্ড কিনা;

(৩) আপীল কর্তৃপক্ষ যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেরূপ আদেশ প্রদান করিবে এবং এই আদেশটি চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৮। পুনঃ নিরীক্ষণ (Review)।- (১) কোন কর্মচারী এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ (aggrieved) হইলে তিনি ঐ আদেশ পুনঃ নিরীক্ষণের (Review) জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) আবেদনকারী যে আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইয়াছেন সেই আদেশ তাহাকে অবহিত করিবার তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন পেশ না করিলে উহা গ্রহণ করা হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী কর্তৃক সময়মত আবেদন পেশ করিতে না পারিবার স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল মর্মে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হইলে উল্লিখিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ পুনঃ নিরীক্ষণের আবেদন করিতে পারিবে।

(৩) পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন পাইবার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ যেইরূপ বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৯। আদালতে বিচারার্থী কার্যধারা।- (১) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আদালতে একই বিষয়ের উপর কোন ফৌজদারী মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারার্থী থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা সম্পাদনের ব্যাপারে কোন বাধা থাকিবে না, কিন্তু যদি কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কার্যধারায় উক্ত কর্মচারীর উপর কোন দণ্ড আরোপ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে উক্ত আইনগত কার্যধারা নিষ্পত্তি বা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ দণ্ডারোপ স্থগিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 (V of 1985) এ বর্ণিত কোন অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধের দায়ে কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ও সাজাপ্রাপ্ত হইলে, এইরূপ সাজাপ্রাপ্ত কর্মচারীকে এই প্রবিধানমালার অধীনে শাস্তি প্রদান করা হইবে কি না কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ এই প্রবিধানমালার অধীনে তাহাকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, বিষয়টির পরিস্থিতিতে যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেরূপ দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ দণ্ড প্রদানের জন্য কোন কার্যধারা সূচনা করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যও ঐ কর্মচারীকে কোন সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীনে উক্ত কর্মচারীর উপর কোন দণ্ড আরোপ না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, যেক্ষেত্রে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল বা বহাল রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যেক্ষেত্রে বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

অ ষ্ট ম অ ধ্য া য়

অ ব স র গ্ র হ ণ ও অ ন্য া ন্য সু বি ধ া

৫০। সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।- ব্যাংক উহার কর্মচারীগণের জন্য একটি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠন করিবে, যাহাতে প্রত্যেক কর্মচারী সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করিবে এবং চাঁদা প্রদানের ব্যাপারে কোন কর্মচারী সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালিত হইবে।

৫১। আনুতোষিক।- (১) নিম্নোক্ত যে কোন কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথা :-

(ক) যিনি ব্যাংকে কমপক্ষে তিন বৎসর অব্যাহতভাবে চাকুরী করিয়াছেন এবং শাস্তি স্বরূপ চাকুরী হইতে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারিত হন নাই;

(খ) যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে চাকুরী হইতে পদত্যাগ বা চাকুরী ত্যাগ করেন নাই;

(গ) তিন বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নের কোন কারণে যে কর্মচারীর চাকুরীর অবসান হইয়াছে, যথাঃ-

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সে পদ বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা পদসংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকুরী হইতে ছাঁটাই হইয়াছেন;

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসামর্থের কারণে তাকে চাকুরী হইতে অপসারণ করা হইয়াছে; অথবা

(ই) চাকুরীরত থাকাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(২) কোন কর্মচারীকে তাহার চাকুরীর প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা উহার অংশ বাবদ ১২০ (একশত বিশ) কার্য দিবসের উর্ধ্বে কোন সময়ের জন্য দুই মাসের মূল বেতনের হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত বেতন আনুতোষিক গণনার মূল ভিত্তি হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর কারণে আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন, তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিবেন এবং ফরমটি ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

(৫) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিলে, তাহার মনোনয়নপত্রে, তাহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয় তবে টাকার পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৬) কোন কর্মচারী যে কোন সময়ে লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন এবং এইরূপ করিবার সময়ে, উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (৪) ও (৫) এর বিধান অনুসারে একটি নতুন মনোনয়নপত্র প্রেরণ করিবেন।

(৭) কোন মনোনয়নপত্র না থাকিলে কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার আনুতোষিকের টাকা উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

৫২। অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধা।- (১) ব্যাংক অবসরভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা পরিকল্পন প্রবর্তন করিলে, যে কোন কর্মচারী উক্ত পরিকল্পনের অধীন অবসরভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) এই উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে ইচ্ছা প্রকাশ করা হইলে, তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী অবসরভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধাদি পাইবেন।

(৩) কোন কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল হিসাবে ব্যাংকের অংশ প্রদান বাবদ জমা টাকা ব্যাংকের নিকট সমর্পণ করিলে, তিনি উপ-প্রবিধান (২) অনুসারে অবসরভাতা ও অন্যান্য অবসর গ্রহণ সুবিধাদি পাইতে পারেন।

ন ব ম অ ধ্যায়
অ ব স র গ্র হ ণ, অ ব সায় ন ও অ ব্যাহ তি

৫৩। অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি।- অবসর গ্রহণ এবং উহার পর পুনঃনিয়োগের ব্যাপারে কোন কর্মচারী Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974) এর বিধানাবলী দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৫৪। চাকুরীর অবসান, চাকুরী হইতে অপসারণ, ইত্যাদি।- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়া, এবং এক মাসের নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে এক মাসের বেতন প্রদান করিয়া, কোন শিক্ষানবিসের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন এবং শিক্ষানবিস তাহার চাকুরী অবসানের কারণে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

৫৫। ইস্তফাদান, ইত্যাদি। - (১) কোন কর্মচারী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক তিন মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে বা চাকুরী হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না, এবং ঐরূপ নোটিশ প্রদানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি ব্যাংককে তাঁহার তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোন শিক্ষানবিস তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক এক মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি ব্যাংককে তাঁহার এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলাজনিত কার্যধারা সূচিত হইয়াছে তিনি ব্যাংকের চাকুরী হইতে ইস্তফাদান করিতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যাংক যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেরূপ শর্তে কোন কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি দিতে পারিবে।

দ শ ম অ ধ্যায়
বি বি ধ

৫৬। অসুবিধা দূরীকরণ।- যেক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার কোন বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন বিধিমালা, আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োগ বা অনুসরণের বিধান আছে, কিন্তু উহা প্রয়োগে বা অনুসরণে অসুবিধা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য বা অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৫৭। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্মচারী প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও -

- (ক) রহিতকৃত প্রবিধানমালার অধীন কৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যধারা সমূহ বৈধভাবে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
- (খ) রহিতকৃত প্রবিধানমালার অধীন যে সকল ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ অনিষ্পন্ন রহিয়াছে সেগুলি এই প্রবিধানমালার বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে;
- (গ) মঞ্জুরী এবং বিলুপ্তকৃত পদে কর্মরত কর্মচারীগণ ব্যাংকের স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁহাদের পূর্বের চাকুরীর শর্তাবলী পুনঃনির্ধারিত বা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকিবে ;

- (ঘ) রহিতকৃত প্রবিধানমালার অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত অনুমোদিত পদের অতিরিক্ত ৩য় বা ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর অবসর গ্রহণ, মৃত্যু, পদত্যাগ, পদচ্যুতি বা অপসারণজনিত কারণে চাকুরী অবসান না হওয়া পর্যন্ত এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন তিনি মঞ্জুরীকৃত পদে/ অতিরিক্ত পদে কর্মরত নাই এবং পরবর্তীতে মঞ্জুরীকৃত শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে, তফসিলে বর্ণিত যোগ্যতা সাপেক্ষে, এবং ব্যাংকে তাহার চাকুরী গণনাক্রমে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ;
- (ঙ) বিলুপ্তকৃত সহকারী ক্যাশিয়ার পদে কর্মরতদের মধ্য হইতে কোষাধ্যক্ষ (ক্যাশিয়ার) পদে এবং নিম্নমান সহকারী বা মুদ্রাক্ষরিক পদে কর্মরতদের মধ্য হইতে পরিদর্শক (সুপার ভাইজার) পদে, তফসিলে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগের যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে, এমনভাবে নিয়োগ বা পদোন্নতি দেওয়া হইবে যেন উক্ত পদ অনুমোদিত একটি পদ এবং উহা কোন সময়েই বিলুপ্ত করা হয় নাই;এবং
- (ছ) দফা (গ), (ঘ) এবং (ঙ) তে বর্ণিত অননুমোদিত এবং বিলুপ্ত পদে কর্মরত কর্মচারীর সর্বশেষ পদের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত পদসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে এবং অতঃপর উক্ত পদসমূহে কোন ব্যক্তিকে কোন যোগ্যতাতেই নিয়োগ প্রদান করা যাইবে না।

তফসিল
[প্রবিধান ২(ছ) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	নিয়োগের জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫

প্রথম শ্রেণীর পদ

১।	উপ-মহা ব্যবস্থাপক	--	পদোন্নতির মাধ্যমে	সহকারী মহাব্যবস্থাপক / সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট/ সিস্টেমস এ্যাডমিনিস্ট্রেটর / হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার/ চার্টার্ড একাউন্টেন্ট পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী।
২।	সহকারী মহা ব্যবস্থাপক	--	পদোন্নতির মাধ্যমে	উর্ধ্বতন মূখ্য কর্মকর্তা পদে ৩(তিন) বৎসরের চাকুরী।
৩।	সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট	--	পদোন্নতির মাধ্যমে	সিস্টেমস এনালিস্ট পদে ৩(তিন) বৎসরের চাকুরী।
৪।	সিস্টেমস এ্যাডমিনিস্ট্রেটর	৪০ বৎসর	৫০% পদোন্নতি এবং ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির ক্ষেত্রে : এসিস্ট্যান্ট সিস্টেমস এ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে ৩(তিন) বৎসরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : (ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার / পদার্থ বিজ্ঞান/ ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান/ইলেকট্রনিক্সে স্নাতকোত্তর বা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী অথবা ইলেকট্রিক্যাল/ কম্পিউটার বিষয়ে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী; (খ) বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ২টি পরীক্ষায় ১ম বিভাগ বা শ্রেণী থাকিতে হইবে এবং শিক্ষা জীবনের কোন স্তরে ৩য় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না; (গ) থ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ ৩.০০ এবং মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ ৩.৫০ থাকিতে হইবে; (ঘ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অনূন ৭ (সাত) বৎসরের অভিজ্ঞতা; এবং (ঙ) কোন স্বীকৃত কম্পিউটার সোসাইটির সহযোগী সদস্য হইতে হইবে।

৫।	হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার	৪০ বৎসর	সরাসরি মাধ্যমে	নিয়োগের	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার / পদার্থ বিজ্ঞান/ ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান/ইলেকট্রনিক্সে স্নাতকোত্তর বা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী অথবা ইলেকট্রিক্যাল/ কম্পিউটার বিষয়ে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী; (খ) বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ২টি পরীক্ষায় ১ম বিভাগ/ শ্রেণী থাকিতে হইবে এবং শিক্ষাজীবনের কোন স্তরে ৩য় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না; (গ) গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ ৩.০০ এবং মাধ্যমিক/ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ ৩.৫০ থাকিতে হইবে; (ঘ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যান্য ৭ (সাত) বৎসরের অভিজ্ঞতা; এবং (ঙ) কোন স্বীকৃত কম্পিউটার সোসাইটির সহযোগী সদস্য হইতে হইবে।
৬।	চাটার্ড একাউন্টেন্ট	৪০ বৎসর	৫০% পদোন্নতি এবং ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে		পদোন্নতির ক্ষেত্রে : ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট পদে ৩(তিন) বৎসরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : (ক) কোন স্বীকৃত ইন্সটিটিউট হইতে চাটার্ড একাউন্টেন্টে সার্টিফিকেট; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যান্য ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
৭।	উর্ধ্বতন মূখ্য কর্মকর্তা	--		পদোন্নতির মাধ্যমে	মূখ্য কর্মকর্তা/ নির্বাহী প্রকৌশলী পদে ৩(তিন) বৎসরের চাকুরী।
৮।	ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট	৩৮ বৎসর	সরাসরি মাধ্যমে	নিয়োগের	(ক) কোন স্বীকৃত ইন্সটিটিউট হইতে চাটার্ড একাউন্টেন্ট অথবা আইসিএমএ সার্টিফিকেট; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যান্য ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

৯।	সিস্টেমস এনালিস্ট	৪০ বৎসর	৫০% পদোন্নতি এবং ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	<p>পদোন্নতির ক্ষেত্রে : প্রোগ্রামার পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী।</p> <p>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :</p> <p>(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার/পদার্থ বিজ্ঞান/ ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান/ইলেকট্রনিক্সে স্নাতকোত্তর বা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী অথবা ইলেকট্রিক্যাল/ কম্পিউটার বিষয়ে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী;</p> <p>(খ) বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ২টি পরীক্ষায় ১ম বিভাগ/ শ্রেণী থাকিতে হইবে এবং শিক্ষাজীবনের কোন স্তরে ৩য় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না ;</p> <p>(গ) থ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ ৩.০০ এবং মাধ্যমিক/ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ ৩.৫০ থাকিতে হইবে;</p> <p>(ঘ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে; এবং</p> <p>(ঙ) কোন স্বীকৃত কম্পিউটার সোসাইটির সহযোগী সদস্য হইতে হইবে।</p>
১০।	এসিস্ট্যান্ট সিস্টেমস এ্যাডমিনিস্ট্রেটর	৪০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	<p>(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার/ পদার্থ বিজ্ঞান/ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান/ইলেকট্রনিক্সে স্নাতকোত্তর বা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী অথবা ইলেকট্রিক্যাল/ কম্পিউটার বিষয়ে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী;</p> <p>(খ) বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ২টি পরীক্ষায় ১ম বিভাগ/ শ্রেণী থাকিতে হইবে এবং শিক্ষাজীবনের কোন স্তরে ৩য় বিভাগ/ শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না;</p> <p>(গ) থ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ ৩.০০ এবং মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ ৩.৫০ থাকিতে হইবে;</p> <p>(ঘ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫(পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা; এবং</p> <p>(ঙ) কোন স্বীকৃত কম্পিউটার সোসাইটির সহযোগী সদস্য হইতে হইবে।</p>
১১।	মুখ্য কর্মকর্তা		পদোন্নতির মাধ্যমে	উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী।

১২।	প্রোগ্রামার	৩৫ বৎসর	৫০% পদোন্নতি এবং ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির ক্ষেত্রে : এ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রামার পদে ৩(তিন) বৎসরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : (ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার/পদার্থ বিজ্ঞান/ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান/ইলেকট্রনিক্সে স্নাতকোত্তর বা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী অথবা ইলেকট্রিক্যাল/কম্পিউটার বিষয়ে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী; (খ) বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ২টি পরীক্ষায় ১ম বিভাগ/ শ্রেণী থাকিতে হইবে এবং শিক্ষাজীবনের কোন স্তরে ৩য় বিভাগ/ শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না; (গ) গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ ৩.০০ এবং মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ ৩.৫০ থাকিতে হইবে; এবং (ঘ) কোন স্বীকৃত কম্পিউটার সোসাইটির সহযোগী সদস্য হইতে হইবে।
১৩।	নির্বাহী প্রকৌশলী	--	পদোন্নতির মাধ্যমে	সহকারী প্রকৌশলী পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী।
১৪।	সহকারী প্রকৌশলী	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী; (খ) বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ২টি পরীক্ষায় ১ম বিভাগ/ শ্রেণী থাকিতে হইবে এবং শিক্ষাজীবনের কোন স্তরে ৩য় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না; এবং (গ) গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ ২.৭৫ এবং মাধ্যমিক/ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ ৩.২৫ থাকিতে হইবে।
১৫।	উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	৫০% পদোন্নতি এবং ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির ক্ষেত্রে : কর্মকর্তা/ কম্পিউটার অপারেটর/ কর্মকর্তা (ক্যাশ) পদে ৩(তিন) বৎসরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : (ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর বা সমমান অথবা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; (খ) বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ২টি পরীক্ষায় ১ম বিভাগ/ শ্রেণী থাকিতে হইবে এবং শিক্ষাজীবনের কোন স্তরে ৩য় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না; এবং (গ) গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ ২.৭৫ এবং মাধ্যমিক/ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ ৩.২৫ থাকিতে হইবে

১৬।	এসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার	৩০ বৎসর	সরাসরি মাধ্যমে	নিয়োগের	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার / পদার্থ বিজ্ঞান/ ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান/ ইলেকট্রনিক্সে স্নাতকোত্তর বা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী অথবা ইলেকট্রিক্যাল/ কম্পিউটার বিষয়ে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী; (খ) বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ২টি পরীক্ষায় ১ম বিভাগ/ শ্রেণী থাকিতে হইবে এবং শিক্ষাজীবনের কোন স্তরে ৩য় বিভাগ/ শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না; (গ) থ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ ৩.০০ এবং মাধ্যমিক/ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ ৩.৫০ থাকিতে হইবে; এবং (ঘ) প্রোগ্রামিং-এ স্ট্যান্ডার্ড এপটিচিযুড টেস্টে উত্তীর্ণ হইতে হইবে।
-----	--------------------------	---------	-------------------	----------	--

দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ

১৭।	কর্মকর্তা	৩০ তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য	৫০% পদোন্নতি এবং ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে		পদোন্নতির ক্ষেত্রে : (ক) ড্রাফটসম্যান পদে ৩(তিন) বৎসরের চাকুরী; অথবা (খ) পরিদর্শক (সুপারভাইজার)/সাঁট-লিপিকার / কোষাধ্যক্ষ (ক্যাশিয়ার) পদে ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : (ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; (খ) বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ১টি পরীক্ষায় ১ম বিভাগ/শ্রেণী থাকিতে হইবে এবং শিক্ষা জীবনের কোন স্তরে তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না; এবং (গ) থ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ ২.৫০ এবং মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ ৩.০০ থাকিতে হইবে।
১৮।	কম্পিউটার অপারেটর	৩০ বৎসর	সরাসরি মাধ্যমে	নিয়োগের	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানে/ কম্পিউটারে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; (খ) বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ টি পরীক্ষায় ১ম বিভাগ/ শ্রেণী থাকিতে হইবে এবং শিক্ষা জীবনের কোন স্তরে ৩য় বিভাগ/ শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না; (গ) থ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্নাতক পর্যায়ে সিজিপিএ ২.৫০ এবং মাধ্যমিক/ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ ৩.২৫ থাকিতে হইবে; এবং (ঘ) ডাটা এন্ট্রি অপারেশনে স্ট্যান্ডার্ড এপটিচিযুড টেস্টে উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

১৯।	কর্মকর্তা (ক্যাশ)	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; (খ) বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ১টি পরীক্ষায় ১ম বিভাগ/ শ্রেণী থাকিতে হইবে এবং শিক্ষা জীবনের কোন স্তরে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না; এবং (গ) গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ ২.৫০ এবং মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ ৩.০০ থাকিতে হইবে।
-----	-------------------	---------	-------------------------	---

তৃতীয় শ্রেণীর পদ

২০।	ড্রাফটসম্যান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকৌশলে ডিপ্লোমা; এবং (খ) শিক্ষা জীবনে কোন স্তরে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না।
২১।	পরিদর্শক (সুপারভাইজার)	৩০ বৎসর	২৫% পদোন্নতি এবং ৭৫% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	<u>পদোন্নতির ক্ষেত্রে :</u> ডাটা এন্ট্রি /কন্ট্রোল অপারেটর পদে ৪ (চার) বৎসরের চাকুরী। <u>সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :</u> (ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; (খ) শিক্ষা জীবনের কোন স্তরে তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না; এবং (গ) গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্নাতক পর্যায়ে সিজিপিএ ২.৩৫ এবং মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ ২.৮৫ থাকিতে হইবে।
২২।	সাঁট-লিপিকার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; (খ) শিক্ষা জীবনের কোন স্তরে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য হইবে না; (গ) গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্নাতক পর্যায়ে সিজিপিএ ২.৩৫ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ ২.৮৫ থাকিতে হইবে; (ঘ) সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে বাংলায় ৭০ এবং ইংরেজীতে ১০০ শব্দের গতি ; এবং (ঙ) টাইপিং এ প্রতি মিনিটে বাংলায় ৩০ এবং ইংরেজীতে ৪৫ শব্দের গতি।
২৩।	কোষাধ্যক্ষ (ক্যাশিয়ার)	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী ; (খ) শিক্ষা জীবনের কোন স্তরে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না; এবং (গ) গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্নাতক পর্যায়ে সিজিপিএ ২.৩৫ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ ২.৮৫ থাকিতে হইবে।

২৪।	টেলিফোন টেকনিশিয়ান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) শিক্ষা জীবনের কোন স্তরে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য হইবে না; (গ) হ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় জিপিএ ২.৭৫ থাকিতে হইবে; এবং (ঘ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সার্টিফিকেটসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ২(দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
২৫।	কেয়ার টেকার	--	পদোন্নতির মাধ্যমে	সহকারী কেয়ার টেকার পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী।
২৬।	ডাটা এন্ট্রি / কন্ট্রোল অপারেটর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) শিক্ষা জীবনের কোন স্তরে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য হইবে না; এবং (গ) ডাটা এন্ট্রি অপারেশনে স্ট্যান্ডার্ড এপাটিচিযুড টেস্ট-এ উত্তীর্ণ হইতে হইবে।
২৭।	টেলিফোন অপারেটর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ২(দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
২৮।	ইলেকট্রিশিয়ান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ; এবং (খ) কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ট্রেড সার্টিফিকেট।
২৯।	ড্রাইভার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ; (খ) গাড়ী চালনায় ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা; এবং (গ) মোটর গাড়ী চালনার লাইসেন্স থাকিতে হইবে।
৩০।	সহকারী কেয়ারটেকার	--	পদোন্নতির মাধ্যমে	(ক) ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী; বা (খ) দপ্তরী পদে ৬(ছয়) বৎসরের চাকুরী; বা (গ) ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর এবং দপ্তরী পদে মোট ৬(ছয়) বৎসরের চাকুরী।

চতুর্থ শ্রেণীর পদ

৩১।	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	--	পদোন্নতির মাধ্যমে	দপ্তরী পদে ৩(তিন) বৎসরের চাকুরী।
৩২।	দপ্তরী	--	পদোন্নতির মাধ্যমে	পিয়ন পদে ৩(তিন) বৎসরের চাকুরী।
৩৩।	নিরাপত্তা প্রহরী	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ এবং নিরাপত্তা কাজে প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে।
৩৪।	প্লাম্বার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৫(পাঁচ) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
৩৫।	সূত্রধর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

৩৬।	পলিশ মিস্ত্রী	৩০ বৎসর	সরাসরি মাধ্যমে	নিয়োগের	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
৩৭।	পিয়ন	৩০ বৎসর	সরাসরি মাধ্যমে	নিয়োগের	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ।
৩৮।	প্রহরী	৩০ বৎসর	সরাসরি মাধ্যমে	নিয়োগের	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ।
৩৯।	বাবুর্চি	৩০ বৎসর	সরাসরি মাধ্যমে	নিয়োগের	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ।

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ এর আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোখতার হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
ঢাকা

এ,কে,এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত